০৮-০৪-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইসঃ ১৭-০৫-৮৩ মধুবন

সঙ্গমযুগ - সুখানুভবের দৃশ্যাবলীর যুগ

আজ বাপদাদা তাঁর ছোটবড় বেফিকর বাদশাহদের দেখছেন । এত বড় বড় বাদশাহদের সভা একমাত্র এই সঙ্গমযুগেই হয় । অন্য কোনো যুগে এত বাদশাহদের সভা হয়না । এটাই একমাত্র সময় যেটা বেফিকর বাদশাহদের সভাই বলো বা স্বরাজ্য সভা, সেটা তোমরা সবাই দেখছো । ছোটবড় তোমরা সবাই নিজেদের বাদশাহ বলে জানো আর এটাই মেনে নিয়ে চলো যে, সবাই তোমরা এই শরীরের মালিক, শুদ্ধ আত্মা । আত্মা কি হবে ? মালিক ! স্বরাজ্য অধিকারী ! সবচেয়ে ছোট বাচ্চাও নিজেকে বাদশাহ মনে করে । অতএব, বাদশাহদের সভা তথা স্বরাজ্য সভা কত বড় ! আর বাদশাহদের বাদশাহ, রাজাদের রাজা বানানোর কারিগর, বর্তমানের যে রাজা সেই ভবিষ্যৎ রাজা, এইরকম রাজাদের দেখে বা বেফিকর বাদশাহদের দেখে কত আনন্দিত হবেন ! সারা কল্পে এমন বাবা কেউ হবে যাঁর লাখ লাখ বাচ্চা বাদশাহ ? তোমাদের কাউকে জিজ্ঞাসা করলে তোমরা কি বলো ? ছোট শিশুও বলবে, "আমি লক্ষ্মী অথবা নারায়ণ হবো" ! বাচ্চারা তোমরা সবাই এইরকম মনে করো, তাই না ? এমন রাজোচিত বাচ্চাদের জন্য বাবা কত গৌরবান্বিত হন ! তোমাদের সবারও এই ঈশ্বরীয় গর্ব হয় যে তোমরাও রাজ-ফ্যামিলির ! তোমরা রাজবংশী । সুতরাং, আজ বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চাকে দেখছিলেন । বাবার বাচ্চারা কত ভাগ্যবান ! প্রত্যেক বাচ্চা ভাগ্যবান । সেইসঙ্গে তোমাদের সময়ের সহযোগিতা আছে, কারণ এই সঙ্গমযুগ যত ছোট যুগ ততটাই বিশেষত্বে ভরা যুগ । সঙ্গমযুগে তোমার যা প্রাপ্তি হয় তা' অন্য যুগে হতে পারেনা । সঙ্গমযুগ হলো মনের গভীর তৃপ্তিদায়ক দৃশ্যাবলীর যুগ । শুধুই আনন্দ, আনন্দ ছাড়া আর কিছু নেই, তাই না ! যখন খাও তো বাবার সাথে আনন্দে খাও । যখন চলো তো ভাগ্যবিধাতা বাবার সাথে হাতে হাত দিয়ে চলো । যখন জ্ঞান অমৃত পান করো, তখনও জ্ঞানদাতা বাবার সাথেই তা' পান করো । যখন তোমরা কর্ম করো সেই কর্মও তোমরা করাবনহার বাবার সাথে নিজেকে নিমিত্ত মনে করে করো । যখন তোমরা ঘুমাতে যাও তখনও স্মরণের কোলে ঘুমাও, ঘুম থেকে ওঠার সময়ও ভগবানের সাথে রুহানী বার্তালাপ করো । তোমাদের সমগ্র দিনচর্যাতে বাবা আর তোমরা । যেখানে বাবা তোমাদের সাথে সেখানে পাপ নেই । সুতরাং কি হবে ! আনন্দই আনন্দ অনুভব হবে, তাই না ! বাপদাদা দেখছিলেন বাচ্চারা সকলেই অতীন্দ্রিয় তৃপ্তিতে আছে । তোমরা এই ছোট জন্ম নিয়েছই মনের পরিতুষ্টি সম্পন্ন করতে । খাও দাও আর স্মরণের অতীন্দ্রিয় সুখানুভবে থাকো । এই অলৌকিক জন্মের ধর্ম অর্থাৎ ধারণা , সেবার সুখানুভবে থাকা । জন্মের লক্ষ্যই হলো মনের গভীর আনন্দে থাকা এবং সারা বিশ্বকে আনন্দপূর্ণ দুনিয়া বানানো । অতএব, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অতীন্দ্রিয় সুখানুভবের দৃশ্যাবলীর মধ্যেই তো থাকো, তাই না ? দিনরাত তোমরা বেফিকর বাদশাহ হয়ে যাপন করো ! সুতরাং তোমরা শুনেছিলে বতনে আজ বাবা কি দেখেছেন ! বেফিকর বাদশাহদের সভা । প্রত্যেক বাদশাহ স্মরণের অতীন্দ্রিয় সুখানুভবে বাবার হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে স্মৃতির তিলকধারী ছিলো । আচ্ছা - আজ তো মিলনের দিন, এইজন্য বাবা তাঁর বাদশাহদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন । আচ্ছা -

সদা বেফিকর বাদশাহ, পরিতুষ্টির জীবনে অতীন্দ্রিয় সুখানুভবের দৃশ্যাবলী দেখে, সদা ভাগ্যবান বাবার সাথে থাকে, এমন স্বরাজ্য অধিকারী, হৃদয়- সিংহাসনাসীন, পদ্মাপদম্ ভাগ্যবান বাচ্চাদের স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

ছোট বাচ্চাদের সাথে :- তোমরা সব বাচ্চারা লেখাপড়া, খেলা, চলাফেরার সাথে সাথে নিজেদের মহান আত্মা মনে করো ? সদাসর্বদা এই খুশি রাখো যে তোমরা মহান আত্মা এবং নেশা থাকতে হবে যে তোমরা উঁচু থেকেও উঁচু ভগবানের সন্তান । ভগবানকে দেখেছ ? কোথায় তিনি ? যদি কেউ বলে, ভগবানের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিতে, তোমরা তা' করতে পারবে তো ? সবাই তোমরা ভগবানের সন্তান, সুতরাং ভগবানের সন্তানেরা তোমরা কখনো লড়াই কোরো না, করো না তো ? তোমরা কি কোনো অনর্থ করো ? ভগবানের সন্তান তো যোগী হয়, তারপরও তোমরা অনর্থ কেন করো ? সদা নিজেকে মহান আত্মা, যোগী আত্মা মনে করো । তোমরা কি হবে ? একসাথে লক্ষ্মী-নারায়ণ উভয়ই হবে ? নাকি কখনো লক্ষ্মী হবে, কখনো নারায়ণ হবে ! লক্ষ্মী হওয়া তোমরা পছন্দ করবে ? আচ্ছা - সদা নারায়ণ হতে চাও তো সদা শান্ত যোগীজীবন যাপন করতে হবে এবং রোজ সকালে ঘুম থেকে জেগে অবশ্যই বলো,গুড মর্নিং । এইরকম নয় যে দেরী করে উঠবে আর তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে তোমাকে যেখানে যেতে হবে চলে যাবে । তিন মিনিটের জন্য হলেও স্মরণে বসে গুড মর্নিং অবশ্যই বলো, বার্তালাপ করো, আর তারপর তৈরি হও । এই ব্রত কখনো ভুলোনা । যদি গুড মর্নিং না বলো তো খাবারও খেও না ! যদি তোমাদের খাবার খাওয়া মনে থাকে, তবে প্রথমে গুড মর্নিং বলাও মনে থাকবে । প্রথমে গুড মর্নিং বলে তারপর তোমার খাবার খাও । তোমাদের জ্ঞানের পড়া মনে করো, ভালো গুণ ধারণ করলে, তোমরা রুহানী গোলাপ হয়ে সারা বিশ্বে সুগন্ধ ছড়াবে । গোলাপ ফুল সদা প্রস্ফুটিত অবস্থায় তার সৌরভ ছড়ায় । সুতরাং তোমরা এইরকমই সুরভিত পুষ্প, তাই না ! তোমরা সদা খুশি থাকো নাকি কখনো অল্পস্বল্প দুঃখও হয় ? যখন কোনো জিনিস চেয়েও পাওনা তখন হয়তো দুঃখ হয় অথবা তোমাদের মাম্মি ড্যাডি কিছু বললে দুঃখ হয় । এমন কিছু কোরোই না, যাতে মাম্মি ড্যাডিকে তোমাদের বলতে হয় । এমনভাবে চলো যেভাবে ফরিস্তারা চলছে । ফরিস্তাদের আওয়াজ হয়না, সেখানে মানুষ আওয়াজ করে । তোমরা ব্রাহ্মণ সো ফরিস্তা অর্থাৎ তোমরা ব্রাহ্মণরাই সেই ফরিস্তা, আওয়াজ কোরোনা । এমনভাবে চলো যাতে কেউ জানতে না পারে । পান করো আহার করো, চলো ফরিস্তা হয়ে । বাপদাদা সব বাচ্চাদের অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছেন । তোমরা খুব ভালো বাচ্চা আর সদা ভালো হয়েই থেকো । আচ্ছা ।

ছোট কন্যাদের সাথে :- কুমারী জীবনের কি মহিমা ? কুমারীদের কেন পূজা করা হয় ? তোমরা পবিত্র আত্মা । সুতরাং তোমরা সব পবিত্র আত্মারা পবিত্র স্মরণের সাথে অন্যদের পবিত্র বানানোর সেবায় নিয়োজিত, তাই না ! তোমরা ছোট হও, বা বড়, সবাইকে বাবার পরিচয় তো দিতে পারবে, তাই না ? এমনকি ছোটও কেউ ভালো ভাষণ দিতে পারে । তোমরা সব কুমারীদের সবচেয়ে ছোট থেকেও ছোট কুমারীকে বড় স্টেজে ভাষণ দেওয়ার জন্য বাপদাদা যদি বলেন, তবে তোমরা প্রস্তুত তো ? সঙ্কোচ করবে না তো ! ভয় পাবেনা তো ? সদা নিজেকে বিশ্ব কল্যাণকারী সেই আত্মা মনে করো, যে বিশ্বের সকল আত্মার কল্যাণ করে । তোমরা সাধারণ কুমারী নও, বরং শ্রেষ্ঠ কুমারী । তোমরা শ্রেষ্ঠ কুমারীরা শ্রেষ্ঠ কাজই করবে, তাই না ! সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ কার্য হলো বাবার পরিচয় দিয়ে তাদের বাবার বানানো । দুনিয়ার লোকে চারিদিকে ঠোকর খাচ্ছে আর খুঁজে বেড়াচ্ছে সেখানে তোমরা তাঁকে জেনেছ, পেয়েছ, তোমাদের কত সৌভাগ্য, তোমরা কত ভাগ্যবান ! তোমরা এখন ভগবানের হয়েছ, এর থেকে বড় ভাগ্য আর কিছু হয় ! সুতরাং, সদা এই খুশিতে থাকো যে তুমি ভাগ্যবান আত্মা । এই খুশি যদি হারিয়ে যায় তবে কখনো কাঁদবে তো কখনো অনর্থ ঘটাবে । সদা নিজেদের মধ্যেও ভালোবেসে থাকো এবং লৌকিক মাতাপিতাও যা বলেন তার আজ্ঞাকারী হও । সদা পারলৌকিক বাবার স্মরণে থাকো, একমাত্র তখনই শ্রেষ্ঠ কুমারী হতে পারবে । সুতরাং, সদা

নিজেকে শ্রেষ্ঠ কুমারী,পূজ্য কুমারী মনে করো । বড় বড় মন্দিরে যাঁদের পূজা হয়, তোমরা তো সেই শক্তিই, তাই না ! তোমরা কুমারীরা প্রত্যেকে অনেক বড় কার্য করতে পারো । বিশ্বকে পরিবর্তন করার নিমিত্ত হতে পারো । বাচ্চারা, বাপদাদা তোমাদের বিশ্ব পরিবর্তন করার কার্য দিয়েছেন । সুতরাং সদা বাবার স্মরণে থাকো এবং সেবা করো । বিশ্ব পরিবর্তনের সেবা করার আগে, প্রথমে নিজেদের পরিবর্তন করো । তোমাদের আগের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে শুধু এই স্মৃতিতে থাকো, আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা, পবিত্র আত্মা, মহান আত্মা, ভাগ্যবান আত্মা। যখন তোমরা স্কুল কলেজে যাও, এই স্মৃতি ভুলে যাওনা তো ? সঙ্গের রঙ তোমাদের রঙিন করে না তো ? অর্থাৎ সঙ্গীদের প্রভাবে তোমরা প্রভাবিত হও না তো ? কখনো খাবার দাবারের দিকে তোমরা আকৃষ্ট হও না, তাই না ! 'একটু বিস্কুট বা একটু আইসক্রিম খেয়ে নিই' - কখনো তোমাদের এইরকম ইচ্ছা তো হয় না ! সদা স্মরণে থেকে তৈরি করা ব্রহ্মাভোজন খাওয়ায় তোমরা দৃঢ়সঙ্কল্প, তাই না ! খেয়াল রেখো, ওখানে ফিরে গিয়ে সঙ্গতের রঙ না লাগে ! কুমারীরা যত চায় ভাগ্য বানাতে পারে । ছোটবেলা থেকে সেবা করার উৎসাহে থাকো । পড়াও পড়ো আর পড়ানোও শেখো । যদি তোমরা ছোটবেলাতেই অভিজ্ঞ হয়ে ওঠো তবে বড় হয়ে চতুর্দিকের সেবাতে তোমরা নিমিত্ত হয়ে যাবে । স্থাপনার সময়ে ছোট ছিলো, তারাই এখন কতো সেবা করছে, তোমরা তাদের থেকেও নিপুণ হ'য়ো । আগামী দিনের কীর্তিমান তোমরা । যে কেউ তোমাদের দেখলে যেন অনুভব করে যে তুমি কোনো সাধারণ কুমারী নও, কিন্তু বিশেষ কুমারী !

ওই পড়াশোনা চলাকালীন মনের যে একাগ্রতা থাকে, জ্ঞানের পড়াতেও থাকতে হবে । পড়ার পরে তোমাদের লক্ষ্য কি ? শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়ে শ্রেষ্ঠ কার্য করার । চাকরির টুকড়ি (বোঝা) বওয়া তো নয়, তাই না ? যদি তার জন্য কোনো কারণ থাকে তো সেটা অন্য ব্যাপার ! যদি তোমাদের মাতাপিতার আয়ের অন্য কোনো উপায় না থাকে, তখন সেটা প্রয়োজনের ব্যাপার । যেমনই হোক, সদাসর্বদা তোমার বর্তমান এবং তোমার ভবিষ্যৎ মনে রেখো । তোমার কাজের কাজ কি হবে ? জ্ঞানের এই পাঠই ২১ জন্ম কাজে আসবে । অতএব, যদি নিমিত্তমাত্র লৌকিক কার্য করতেও হয়, তবুও মনের একাগ্রতা বাবা আর সেবায় থাকতে হবে । সুতরাং, সবাই তোমরা অবশ্যই রাইট হ্যান্ডস্ হও, লেফ্ট হ্যান্ডস্ নয় । যখন তোমরা সবাই রাইট হ্যান্ডস্ হয়ে যাবে, বিনাশ তখন সমাগত প্রায় ! তোমরা এত সব শক্তিরা যখন বিজয় পতাকা নিয়ে আসবে তখন রাবণের শাসনকাল সমাপ্ত হয়ে আসবে ।

যদি তোমরা ব্রহ্মাকুমারী হতেই যাচ্ছ, তখন ডিগ্রি দিয়ে তোমরা কি করবে ? সেই পড়া তো এমন, সামান্য জেনারেল নলেজেই তোমাদের বুদ্ধি বিশাল হয়ে যায়, সেইজন্যই এই পড়াশোনা করানো হয় । এটা নয় যে এতে তোমাদের মনের কোনো প্রবল ইচ্ছা আছে । তোমরা বুঝতে পারো না, কোন্ ডিগ্রি এই বছরে নেবে, আরেকটা কোন্ ডিগ্রি পরের বছর নেবে, তারপরের বছরে আবার কোন্ একটা ...এইভাবে করতে করতে যদি কাল এসে উপস্থিত হয়, তখন ... অতএব, যারা নিমিত্ত তাদের থেকে সদা সদুপদেশ নাও, তোমরা আরও পড়বে কি পড়বে না ! কেউ কেউ এমন আছে যারা তাদের পড়ার উৎসাহে নিজের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবেনা, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রবঞ্চনা করে । শুধুমাত্র তোমার মাতাপিতা কি বলছে সেটা না করে নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত তোমাকে নিজেকেই নিতে হবে । নিজেই নিজের জাজ হও । তোমরা শিবশক্তি, তোমাদের কেউ কোনো বন্ধনে বাঁধতে পারেনা । মেষকে বন্ধনে বাঁধা যায়, শক্তিদের নয় । শক্তিদের আরোহণ সিংহের ওপর, সিংহ উন্মুক্ত পরিবেশে থাকে, বন্ধনে নয় । সুতরাং, সদা মনে রেখো, তোমরা বাবার রাইট হ্যান্ডস্ । আচ্ছা ।

টিচারদের সাথে :- সদা এই স্মৃতিতে থাকো তো যে তোমরা নিমিত্ত সেবাধারী ? করাবনহার নিমিত্ত বানিয়ে করাচ্ছেন ! সুতরাং, দায়বদ্ধতা করাবনহারের, তাই না ! নিমিত্ত যারা, তারা সদা হালকা । তোমরা ডিরেকশন পেয়েছ, কার্য করেছো আর সদা হালকা থেকেছো । তোমরা এইরকমই থাকো নাকি মাঝে মাঝে সেবার বোঝা অনুভব হয় ? যদি তোমাদেরব বোঝা মনে হয়, তবে সফল হবেনা । বোঝা মনে হলে কোনো কর্ম যথার্থ হবেনা । জাগতিক স্তরেও, যদি কোনো কাজ তোমাদের বোঝা মনে করে করো, তো তোমরা কিছু ভাঙবে, কিছু ছিঁড়বে,মন বিভ্রান্ত হবে, ডিস্টার্ব হবে, কার্যও সফল হবেনা । একইভাবে এই অলৌকিক কার্যও বোঝা মনে করে যদি করো তা' যথার্থ হবেনা । সফল হতে পারবেনা । বোঝা তখন বাড়তে থাকবে এবং সঙ্গমযুগের যে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য, হালকা হয়ে ওড়ার, তা' অনুভব করতে পারবেনা । সুতরাং, সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ হয়ে তবে কি করবে ? অতএব, সদাসর্বদা হালকা থাকো এবং নিজেকে নিমিত্ত মনে করে সর্বকার্য সম্পন্ন করো - একেই বলা হয়ে থাকে সফলতার প্রতিমূর্তি । আজকালকার দুনিয়ায় যেমন তারা পায়ের নীচে চাকা লাগানো পাদুকা (roller skates) লাগিয়ে দৌড়ায়; তারা কতো হালকা হয় ! তাদের গতি তীব্র হতে থাকে । সুতরাং, তোমাদের যখন বাবা চালাচ্ছেন, তখন শ্রীমতের পায়া তো তোমরা লাগিয়েই নিয়েছ, তাই না ! শ্রীমতের খুঁটি থাকায় পুরুষার্থের গতি স্বতঃই তীব্র হয়ে যাবে । সদা এইরকম সেবাধারী হয়ে চলো । সামান্যতমও বোঝা অনুভব কোরোনা । করাবনহার যখন বাবা, তাহলে বোঝা কেন ? এই স্মৃতিতে সদা উড়তি কলায় যেতে থাকো । সদা শুধু উড়তে থাকো । একেই বলে হয়ে থাকে নাম্বার ওয়ান যোগ্য সেবাধারী । শুধু বাবা, বাবা আর বাবা । প্রতি সেকেন্ড এই নিঃশব্দ গীতবাদ্য বাজতে থাকুক । ব্যস্ বাবা আর আমি । সদাসর্বদা এই সুরেলা ধ্বনিতে ডুবে থাকো তো মাঝখানে তৃতীয় কেউ আসতে পারেনা । যখন উভয়েই একে অন্যের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে, উভয়েই প্রসন্ন হবে এবং তখন উভয়ের মাঝে কেউ আসতে পারে না, তখনই বলা হয়ে থাকে শ্রেষ্ঠ সেবাধারী । তোমরা কি এইরকম ? অন্য কিছু দেখোনা, অন্য কিছু শুনোনা । শুনলেও তার প্রভাব পড়ে । শুধু বাবা আর আমি, সদা এই সুখানুভবে যাপন করো । তোমরা অনেক মেহনত করেছো, এখন আনন্দে সুখে যাপন করার সময় । একটা তো গীতও আছে, "মজাই মজা" , তাই না ! ওঠো, চলো, সেবা করো, ঘুমাও সবকিছু খুশি খুশিতে । খুব নাচো, গাও, খুশিতে থাকো । নাচতে নাচতে খুশির সঙ্গে সেবা করো । এমন নয় যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে অর্থাৎ পড়ে যাবে, উঠবে এভাবে সেবা ক'রোনা ! সঙ্গমযুগে তোমাদের সর্ব সম্বন্ধে গভীর তৃপ্তি থাকে । অতএব, সদা সুখানুভূতির দৃশ্যাবলীর মধ্যে থাকো । আচ্ছা !

বরদানঃ - কর্মের গুহ্য গতির জ্ঞাতা হয়ে ধর্মরাজ পুরীর সাজা থেকে নিজেকে রক্ষা করে বিকর্মাজিত ভব

সাজার অনুভবকেই ধর্মরাজ পুরী বলা হয়, এমন নয় যে ধর্মরাজ পুরী কোনো আলাদা জায়গা । লাস্টে তোমার কৃতকর্মের পাপ যমদূতের ভয়াল রূপে তোমার সামনে আসে । সেই সময় অনুতাপ এবং বৈরাগ্যের মুহূর্ত, ছোট ছোট পাপও ভূতের মতন লাগে ! অনুশোচনায় ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে, এইজন্য সেই শাস্তির ফিলিং থেকে নিজেকে বাঁচাতে কর্মের গুহ্য গতির জ্ঞাতা হয়ে সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করো এবং বিকর্মাজিত হও ।

স্লোগানঃ - যারা তন-মন-ধন দ্বারা বাবার কাছে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেয়, তারা বাবার কন্ঠহার হয়ে যায় ।